'সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার ভুবনে'—এইটি কবির বর্ণনীয় **সামান্য** (general) সত্য ; একেই সমর্থন করা হয়েছে—'মেঘ বরিষার নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার' এই **বিশেষ** (particular) নজীরটির দ্বারা।

প্রতিবস্তূপমার সম্বন্ধে দুটো কথা অত্যন্ত মূল্যবান্ :

প্রথম—প্রতিবস্তূপমায় প্রকৃতে অপ্রকৃতে সামান্যবিশেষভাব একেবারেই থাকে না। প্রকৃত অপ্রকৃত দুইই হয় সামান্য, না হয় বিশেষ। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেরই এটি সাধারণ লক্ষণ।

দ্বিতীয়—দুই বাক্যে উপমেয়-উপমান এবং বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা সবক্ষেত্রে নাও হ'তে পারে। যেমন,

'অলকগুচ্ছ আলসে লুটায় তোমার ললাটতলে—
মধুর আবেশে ঝিমায় ভ্রমর স্বর্ণকমলদলে।'—শ. চ.

'আলসে লুটায়' আর 'মধুর আবেশে ঝিমায়' তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম ; উপমেয় 'অলকগুচ্ছ', উপমান 'ভ্রমর'। অতএব—অতএব প্রতিবস্তূপমা ? মনে তাই হয় ; কিন্তু অলঙ্কার এখানে **প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা**। আপাতদৃষ্টিতে বাক্য দুটি ; কিন্তু '**যেন**'-র বন্ধনে দুয়ে মিলে একটি—'**যেন**' উহ্য। একগুচ্ছ অলক তোমার কপালে লুটিয়ে রয়েছে, (**যেন**) একটি ভোমরা প'ড়ে রয়েছে স্বর্ণপদ্মের পাপড়িতে।

প্রতিবস্তূপমার আরও কয়েকটি উদাহরণ :

(viii) "সাত্ত্বিকের ঠিক উল্টোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্যপারে অমাবস্যা।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"—রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।

(x) "জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলঝলে ?"—মধুসূদন।

১০। দৃষ্টান্ত

যে অলঙ্কারে

(ক) উপমেয় এবং উপমান দুটি পৃথক্ স্বাধীন বাক্যে থাকে, (খ) **উপমেয় আর উপমানের ধর্ম্ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্যে ধর্ম্মদুটি বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্মে পরিণত হয়** এবং (গ) তুলনা-বাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তার নাম **দৃষ্টান্ত**।

প্রতিবস্তূপমায় শুধু সাধারণ ধর্ম্মটিই বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন ; কিন্তু **দৃষ্টান্তে** উপমেয়-উপমান বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং সাধারণ ধর্ম্মও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন। এই পার্থক্যটি মূল্যবান্।

(i) "কথাগুলো যদি **বানানো** হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।"
—রবীন্দ্রনাথ।

—'বানানো' আর 'হীরে-বসানো সোনার' যথাক্রমে 'কথা' আর 'ফুল'-এর সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য যে 'সোনার' কথাটি বিশেষণপদ (স্বর্ণনির্ম্মিত), 'ফুল'-এর বিশেষণ। ধর্ম্মদুটি যতই বিভিন্ন হোক, **'হীরে-বসানো সোনার** ফুল' **কৃত্রিম** ব'লে **'বানানো** কথা'-র সঙ্গে এর সুন্দর ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। এই কারণে **বানানো** আর **হীরে-বসানো সোনার** বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব 'কথা' আর 'ফুল' যথাক্রমে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমেয় উপমান। শুধু তাই নয়। **'চমৎকার'** আর **'তবুও কি সত্য নয়?'** এ দুটিও **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম**। 'তবুও কি সত্য নয়?' কাকুর দ্বারা প্রকাশ করছে—**তবুও সত্য**। কবি বলেছেন, হীরে-বসানো সোনার ফুল সত্য নয় তবু সত্য। এর তাৎপর্য্য কি? বস্তুগত দৃষ্টিতে সত্য নয়, কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে সত্য। **মন যাকে সানন্দে স্বীকার ক'রে নেয়, তাই সত্য**; বস্তুগতভাবে যতই সে মিথ্যা হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এই দৃষ্টিতেই কবি বলেছেন, 'কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কী, কিন্তু **চমৎকার**।' এখন দেখা যাচ্ছে যে **বানানো কথার চমৎকারিত্ব** আর **হীরে-বসানো সোনার ফুলের সত্যত্ব** ভাবে সদৃশ। 'চমৎকার' কথাটার মানে "আস্বাদপ্রধানা বুদ্ধিঃ", বলেছেন আচার্য্য অভিনবগুপ্ত

(ধ্বন্যালোক ৪।১৬)। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটি **দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের** মধুর উদাহরণ।

(ii) "বুঝনি এত কথা আঁখির মুখরতা ?—আছিলে নির্বোধ এত কি ?
গন্ধে বুঝনি কি গোপনে ফুটেছিল গুমরি কাঁটাবনে কেতকী।"
—কবিশেখর কালিদাস।

—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাই কিশোরীর উক্তি। কৃষ্ণের প্রতি কিশোরীর পূর্ব্বরাগ তাঁর মুখের ভাষায় প্রকাশমান ছিল না, নানাভাবে আভাসিত ছিল চোখের দৃষ্টিতে। কাঁটাবনে প্রস্ফুটিত কেতকী অদৃশ্য, গুপ্ত ; কিন্তু বাতাসে ভেসে আসা তার গন্ধ সূচিত করে তার অস্তিত্ব। 'এত কথা'—গোপন প্রেমের (কুলবধূ রাধার পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগের) পরিচয়, মুখের ভাষায় যা প্রকাশিত করা যায় নাই, করতে হয়েছে আভাসিত চোখের ভাষার বহুমুখী ব্যঞ্জনায়।

উপমেয়—কিশোরীর গোপন প্রেম ('এত কথা'-র দ্বারা দ্যোতিত),

উপমান—গোপনে ফোটা কেতকী। **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'আঁখির মুখরতা' আর 'গন্ধ'**। অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

এই উদাহরণটিও চমৎকার। 'আঁখির মুখরতা' আর 'গন্ধ' সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'লেও সদৃশ, যেহেতু দুটিতেই রয়েছে গোপনবস্তুর ইঙ্গিত।

(iii) "সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে।" —মধুসূদন।

—'সভাজন' উপমেয়, 'জগৎ' উপমান ; বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'দুঃখী'-'আঁধার'। আবার, 'রাজা' উপমেয়, 'দিননাথ' উপমান ; বিম্বপ্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম 'দুঃখ'-'ঘন' (মেঘ)।

(iv) "ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য্য আছে ; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। শস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হ'তে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।"—কালিদাস।

—শিশু, মাতা উপমেয় ; সিন্ধু, গগন যথাক্রমে ওদের উপমান। 'নুয়ে

প'ড়ে' আর 'নামি' বস্তুপ্রতিবস্তু। তা হোক; এদের নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই, যেহেতু বর্ত্তমান আলোচনায় এরা গৌণ। 'উঠিতে না পারে মায়ের কোলে' আর 'কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে' 'শিশু-সিন্ধু'-সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম; আবার, 'চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে' আর 'দেয় পরশন তারে' 'মাতা-গগন'-সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

(vi) "রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ;·····
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি !
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?"—মধুসূদন।

(vii) "মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি' ফেলিয়াছে আজি চারিধার।"—রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও 'ব্যাপ্ত' আর 'পূর্ণ' বস্তুপ্রতিবস্তু; তবু **দৃষ্টান্ত** অলঙ্কার অক্ষুণ্ণই আছে। বেশ মন দিয়ে এই উদাহরণটিকে বুঝতে হবে। **ধূপ=ধূপবর্ত্তি (ধূপকাঠি) যার সঙ্কীর্ণসীমায় মিলিয়ে থাকে গন্ধ (অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে)**। **উপমেয়—মিলনবন্ধন** (যা সঙ্কীর্ণসীমায় প্রিয়াকে সীমায়িত ক'রে রেখেছিল), **উপমান—ধূপ**; **'বিরহে টুটিয়া' আর 'দগ্ধ হ'য়ে' বিম্বপ্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম**। আর **উপমেয়—'প্রিয়া', উপমান—'গন্ধবাষ্প'**; **'তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে' আর 'পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার'** (দিগ্‌দিগন্তর থেকে গন্ধ এসে প্রবেশ করছে নাসারন্ধ্রে—এই হ'ল চরণটির ব্যঙ্গ্যার্থ) **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম**।

মন্তব্য ঃ পঞ্চম আর সপ্তম উদাহরণে বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়েও তাদের উপেক্ষা করেছি তাদের স্থান উদাহরণদুটিতে গৌণ ব'লে। এদুটিতে প্রতিবস্তুপমা আর দৃষ্টান্তের সঙ্কর হয়েছে, তাও বলব না; কারণ দৃষ্টান্তলক্ষণই প্রবল, সমুজ্জ্বল। 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব' গ্রন্থে রুয্যক একটি উদাহরণ

দিয়েছেন দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের, যার উপমেয়বাক্যে 'জানীতে' আর উপমানবাক্যে 'জানাতি' আছে (দুটিই একার্থক—জানা বা জ্ঞান)। রুয্যক বলছেন, যদিও জানা (জ্ঞান)-রূপ একই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট রয়েছে, তবু এরাই যে ঔপম্যের নিয়ন্তা তা নয় ("অত্র যদ্যপি জ্ঞানাখ্যঃ একঃ ধর্ম্মঃ নির্দ্দিষ্টঃ, তথাপি ন এতন্নিবন্ধনম্ ঔপম্যং বিবক্ষিতম্")। ব্যাখ্যাকার মন্তব্য করছেন, 'যদ্যপি' ইত্যাদি ব'লে অলঙ্কার এখানে যে **প্রতিবস্তূপমা নয়**, এইটুকু জানিয়ে দেওয়া হ'ল (অলঙ্কারসর্ব্বস্ব—২৬ সূত্র)।

(viii) "কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার,
সেই দাসীপুত্র হবে মেবারের রাজা ?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ?"—যদুগোপাল।

—এখানে **মালাদৃষ্টান্ত** হয়েছে।

(ix) "সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী ॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত ॥"—বিদ্যাপতি।

এখানে উপমেয় (পুরুষনারী) শেষ বাক্যে। মোতির (মৌক্তিকের) মর্য্যাদা, কোকিলবাণীর মাধুর্য্য, বসন্তের সৌন্দর্য্য এবং পুরুষনারীর গুণবত্তা বিভিন্ন হ'লেও তাৎপর্য্যে সাম্য বোঝাচ্ছে। এটিও মালাদৃষ্টান্ত।

(x) "আমার জীবন যদি তোমাদের সুন্দর আননে
দিয়ে যায় কোনোদিন আনন্দের দীপ্তরেখা আঁকি,
তাহারে গ্রহণ ক'রো ফুল্লমুখে, শুধায়ো না মনে
সে আনন্দ জোগায়েছে জীবনের কত বড় ফাঁকি।
তোমার প্রিয়ার শুভ্র বাহুঘেরা সোনার কঙ্কণে
তাহারে মানালে ভালো, কতো বহ্নি দহিল সে সোনা—
সে খোঁজে কি কাজ ?" —অজিত দত্ত।

—আমার জীবন যদি তোমাদের আনন্দ দিতে পারে, সেই আনন্দ নিয়েই তৃপ্ত থেকো, তোমার প্রিয়ার বাহুতে সোনার কাঁকন মানায় যদি, সেই তো